২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

পরীক্ষায় নকল প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য

গত ৪ঠা এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছিল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের একটি খবর। তিনি জামালপুর জেলার পিংনা হাইস্কুলে বক্তৃতা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, পরীক্ষায় নকলের জন্য ছাত্রদের শুধু নয়, শিক্ষকদেরও দায়ী করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আরো যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা এক-মাত্র তাহার মত একজন সম্মানীয় বিচারপতির পক্ষেই বলা সম্ভব। তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষার প্রকৃত গলদ কোথায়, তাহা তিনি দেশবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন হইতে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা ব্যবসায়ী মনোভাব বিরাজ করিতেছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন প্রায় সরকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারের সমতুল্য। ইহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট নন। তাই প্রাইভেট পড়ানো ছাড়াও চাষবাস বা ছোট-খাটো ব্যবসা করেন শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন। ফলে শ্রেণীকক্ষে তাঁহারা দায়সারাভাবে কেবল হাজিরা-দান করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝিল কি বুঝিল না, তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ তাহাদের কোথায়? এ কারণেই পরীক্ষা পাসের জন্য নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিষয়টি যে কর্তৃপক্ষ বুঝেন না, তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু নকল প্রবণতা রোধে তাঁহারা কার্যকর কি পদক্ষেপ নিয়াছেন, তাহাই আমাদের বিবেচ্য। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই পরীক্ষায় নকলের মত অপরাধকে উৎসাহিত করিয়া কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের অপরাধপ্রবণ করিয়া তুলিতেছে। এ ব্যাপারে সামাজিক প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মহম্মদ রফিউদ্দীন বিশ্বাস,
গ্রাম : কন্যাদহ, ডাক : রামপুর,
যশোর।